মেহেরপুরের কালীগাংনীতে ঘরের তালা ভেঙে টাকা চুরি

মেহেরপুর সদর উপজেলার কালীগাংনী গ্রামে দিনে-দুপুরে ঘরের তালা ভেঙে সেলিম রেজা নামের এক কৃষকের টাকা চুরির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় টাকা চুরির সঙ্গে জড়িত সন্দেহে স্থানীয়রা রুমেল নামের এক যুবককে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন।

তবে টাকা চুরির ঘটনার সত্যতা স্বীকার করলেও ওই যুবককে ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে। গতকাল রোববার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে।

কালীগাংনী মধ্যপাড়ার বাসিন্দা সেলিম রেজা জানান, কালীগাংনী গ্রামের ইকরামুলের ছেলে রুমেল, জুল্লুর ছেলে জুয়েল এবং শ্যামপুর গ্রামের আসাদুলের ছেলে আসিফ তার অনুপস্থিতিতে ঘরে প্রবেশ করে ড্রয়ারের তালা ভেঙে ৮০ হাজার টাকা নিয়ে যায়। তালা ভেঙে টাকা চুরির ঘটনা এক শিশু দেখে সেলিম রেজাকে জানায়। পরে স্থানীয়রা রুমেলকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে চুরির ঘটনা স্বীকার করে এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যদের নাম প্রকাশ করে।

স্থানীয়রা সদর উপজেলার বৈকুণ্ঠপুর পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জকে বিষয়টি অবহিত করলে ক্যাম্পের এসআই হোসেন আলী ঘটনাস্থলে এসে রুমেলকে ক্যাম্পে নিয়ে যান।

টাকা চুরির বিষয়টি স্বীকার করলেও রুমেলকে আদালতে সোপর্দ না করে ছেড়ে দেওয়ায় হতাশা প্রকাশ করেছেন ভুক্তভোগী সেলিম রেজা ও স্থানীয়রা। এদিকে রুমেলকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের একটি ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। ওই ভিডিওতে গ্রাম্য মাতবরদের সামনে তাকে টাকা চুরির বিষয়টি স্বীকার করতে শোনা যায়।

এ বিষয়ে বৈকুণ্ঠপুর পুলিশ ক্যাম্পের এসআই হোসেন আলীর সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

দর্শনার বড় বলদিয়া গ্রামে আদালতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা জোরপূর্বক পাঁকা ঘর নির্মাণের অভিযোগ

দর্শনা বড় বলদিয়া গ্রামে আদালতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা জোরপূর্বক পাঁকা ঘর নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল স্বরেজমিনে গিয়ে উভয় পক্ষের সাথে কথা বলে জানা যায়, একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বড়বলদিয়া গ্রামের ফকির মিস্ত্রী ছেলে আবুল হাসেম জানান, বড়বলদিয়া গ্রামের মাঝপাড়ার মৃত কিতাব আলীর স্ত্রী রাহাতন খাতুনের কাছ থেকে একটা দলিলে ৩৫ শতক আর একটা দলিলে ১০ শতক আর একটা দলিলে ১০৫৩ দাগে আমার শশুর ১২ শতক জমি ক্রয় করে।

দাউদ ও নুরুল হক ঐ ১০৫৩ দাগে ২১ শতক জমি ক্রয় করে। দাউদ ও নুর হকের নামে ভুলক্রমে করে ১০৫৩ দাগে রের্কড হয় ৪৯ শতক। এর মধ্যে আমার শশুরের কাছে ১৯৭৪ সালে ১২ শতক জমি বিক্রী করে। এরপর তার জমি থাকে ৯শতক। সেই ৯শতক দাউদের এখনো নিজের দখলে আছে। থাকার পর রের্কডে বেশী জমিটুকু ঐ বেশী রের্কডটুকু মৃত কিতাব আলীর ছেলে জামাল উদ্দিন ও আব্দুল বলে আমাদের জমি। কিন্তু তার জামাল ও আব্দুলের মা ঐ জমি অনেক আগেই ঐ জমি বিক্রী করে দিয়েছে। তার মার নামে রের্কড হয়নি। জামাল ও আব্দুল দাউদকে বলে ঐ ভুল রের্কডের বেশি জমিটুকু আমাদের কাছে বিক্রী করে দাও। তখন রের্কড বিহীন জমি দাউদ ঐ ভুল রের্কডের জমি জামালের নিকট বিক্রী করে দেয়। তারা বলে জামাল ও আব্দুল বেশী ভুল রের্কডের ঐ জমি ৫ আগষ্টের পর ৯ তারিখে আমার ২৪শতক জমি জোরপূর্বক দখল করে নেয়। আমি বাঁধা দিতে গেলে আমাকে মারধর করে হুমকি-ধামকি দিয়ে দখল ঘরবাড়ি নিমার্ন করছে। এটা দলিয়ভাবে দখল করেছে। ঐ জমি আমার ৩ ফুফু শাশুড়ী আছে তাদের ওয়ারেশ সুত্রে তাদের অংশ আছে। মোট ৭৪ শতক জমি আমাদের। ঐ ৭৪ শতকের মধ্যে এ জমির মধ্যে ২৪ শতক জমি নিয়ে দখল করে করে ঘরবাড়ি করছে। আমরা আদালতে মামলা করি। যার মামলা নং ১৯৩৮।

এ মামলায় ওরা আমাদের বিরুদ্ধে ১০টা মামল করে। সে মামলা গুলোই আমাদের পক্ষে রায় হয়। এরপর ওরা এ জমির উপর ইনজাংশন জারি করে। সেটা্ও আমাদের পক্ষে রায় হয়। এরপরও এ জমির উপর আদালতের

নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এরপরও জোরপূর্বক ঐ জমিতে ঘরবাড়ি নির্মাণ করার চেষ্টা করে।

এ বিষয়ে জামাল ও আব্দুল বলেন, বর্তমান আমাদের জমি হচ্ছে সাড়ে ১০ বিঘা জমি আমারা ৫বিঘা জমি নিয়ে লড়ছি। ১৫ কাঠ জমি তো এ দাগে। আরো বাদবাকি দাগেতো আমরা যায়নি। ১২ শতক জমি ওর কেনা আছে। আমি ছেড়ে দিয়েছি। আমার মা যে ওদের কাছে জমি বিক্রী সে কাগজে আমার মার কোন টিপসই নেই। লেখাপড়া জানলেও আপনার বুড়ো আঙ্গুলে ছাপ নেই। আসল কাগজ দেখাতে পারছে না। আজ ৫/৭ বছরের মধ্যে তারা কাগজ দেখাতে পারেনি। আমার মা ২ বিঘা জমি বিক্রী করেছে। এ জমির কাগজপত্র সব আমাদের আছে। জোর করে তো সবকিছু হয়না।

দর্শনায় ঘরের তালা ভেঙে টাকা ও স্বর্ণালংকার চুরি

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ঈশ্বরচন্দ্রপুরে রাতের আধারে ঘরের তালা ভেঙে নগদ ৩৩ হাজার ৫০০ টাকা ও স্বর্ণালংকার চুরি হয়েছে। এ চুরির ঘটনা ঘটেছে গত সোমবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে।

জানাগেছে, দর্শনা পৌর এলাকার ঈশ্বরচন্দ্রপুর বাগানপাড়া এলাকার পিরুর ছেলে সোহাগের আত্মীয়ের মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর সোমবার দুপুরে তার বাড়ির লোকজন ঘরে তালা দিয়ে সেখানে চলে যান। পরে তারা বাড়িতে ফিরতে না পারায় সোহাগ রাত ৯টার দিকে বাড়িতে গিয়ে ঘর-বাড়ি দেখে আবার বাজারে তার দোকানে চলে যান।

এই সুযোগে অজ্ঞাতনামা চোররা রড দিয়ে ঘরের তালা ভেঙে প্রবেশ করে এবং সবকিছু তছনছ করে। ঘরে থাকা নগদ টাকা ও রুপার এবং স্বর্ণালংকার- চেইন, আংটি, কানের দুল এবং নুপুর চুরি করে নিয়ে যায়। পরে দোকান বন্ধ করে সোহাগ বাড়িতে ফেরার সময় দরজার সামনে একটি রড পড়ে থাকতে দেখে। ঘরে ঢুকে তিনি দেখতে পান তালা ভাঙা এবং সব জিনিসপত্র তছনছ করা।

বাড়ির মালিক সোহাগ জানান, চোররা ঘরের তালা ভেঙে নগদ ৩৩ হাজার

৫০০ টাকা এবং ১ জোড়া স্বর্ণের কানের দুল, ১টি স্বর্ণের আংটি, ১টি স্বর্ণের চেইন, ১টি রুপার আংটি ও ১ জোড়া রুপার নুপুর চুরি করেছে।

কোটচাঁদপুরে ঘরের তালা ভেঙ্গে নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার চুরি

প্রকাশ্য দিনের বেলা ঘরের তালা ভেঙ্গে নগদ টাকা ও স্বর্ণালোকার নিয়ে গেছে চোরেরা। আজ বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে কোটচাঁদপুর বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন আব্দুল কাদের মন্টু মিয়ার বাড়ির নিচ তলায়।

ভুক্তভোগী শিক্ষক ইসমত আরা বলেন,আমরা বাড়িতে মূলত তিন জন বসবাস করি। এর মধ্যে আমি কোটচাঁদপুর মহিলা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করি, মেয়ে বালিকা বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করেন। আর মেয়ের আব্বা প্রায় সময় বাড়িতেই থাকেন।

তিনি বলেন, আজ বৃহস্পতিবার সকালে আমি ও আমার মেয়ে স্কুলে চলে যায়। আর ওনি যান কোটচাঁদপুর মেইনবাসস্টে আত্মীয়ের বাসায় আম পাঠাতে। এরপর বাড়িতে ফিরে এসে দেখত পান বাড়ির সব কাপড় চোপড় এলোমেলো, আলমারি, শোকেশ ও ঘরের দরজার তালা ভাঙ্গা। এ সব দেখে ওনি আমাকে মোবাইল করেন। তবে আমি ব্যস্ত ধাকায় মোবাইল রিসিভ না করায় আমার স্বামী মাদ্রাসা চলে যান। এরপর জানান এ ঘটনা। পরে আমি বাড়িতে এসে দেখতে পায় সব কিছু এলোমেলো।

তিনি আরো বলেন, চোরেরা ঘর থেকে নগদ ৬০ হাজার টাকা ও ৭ ভরি মত স্বর্ণালোংকার নিয়ে যান। এতে করে ১০/১২ লাখ টাকার ক্ষতি সাধিত হয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন,খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক এসআই মাসুম বিল্লাহ কে পাঠিয়ে ছিলাম। তিনি জানিয়েছেন ঘরের তালা চাবি দিয়ে খুলে এ চুরি সংগঠিত হয়েছে। একটা তালাও ভাঙ্গা হয়নি।

তিনি বলেন, মাসুম বিল্লাহ ঘটনাটি তদন্ত করছেন। তদন্ত শেষে বিস্তারিত বলা সম্ভব হবে। এ ছাড়া ভুক্তভোগীরা থানায় অভিযোগ দিলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীতে অগ্নিকান্ডে অসহায় দরিদ্রের ঘর পুড়ে ভস্মিভূত

চুলার আগুন থেকে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় অসহায় দরিদ্রের ঘর বাড়ি পুড়ে ভস্মিভূত হয়েছে। শুক্রবার (১৯ আগষ্ট) বিকালে গাংনী উপজেলার কল্যাণপুর সর্দারপাড়া এলাকার আইতাল হোসেনের বাড়িতে এ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে।

আইতাল হোসেনের স্ত্রী আহাজান নেছা জানান, বিকালে হেসেল ঘরে রান্না করার সময় আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এরপর আগুনের লেলিহান শিখা পাশের গোয়াল ঘরেও ছড়িয়ে যায়।

গোয়াল ঘরে থাকা দুটি গরুর মধ্যে একটি গরু সামান্য পুড়ে আহত হয়েছে। এছাড়া ঘরে থাকা পাটকাটি ও অন্যান্য মালামাল পুড়ে ভস্মিভূত হয়েছে।

আহাজানের ছেলে ফকির আহম্মেদ জানান, আমরা গরিব মানুষ। জনপাট খেটে দিন যাপন করি। আমাদের তিনটি ঘর পুড়ে প্রায় লক্কাধিক টাকার হ্মতি হয়েছে।

স্থানীয় ইপি সদস্য কাওছার আলী বলেন, দরিদ্র এই পরিবারটি এখন অসহায় হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, অগ্নিকান্ডের ঘটনা ও হ্ময়হ্মতির বিষয়টি উপজেলা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।

গাংনীতে প্রধানমন্ত্রীর উপহার ঘর পেলেন ৭ জন পরিবার

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা ‘বাংলাদেশের একজন মানুষও ভূমিহীন গৃহহীন থাকবে না”। বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গাংনী উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন “আশ্রায়ন প্রকল্প”-২ এর আওতায় গাংনী উপজেলায় প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে তৃতীয় পর্যায়ের ২য় ধাপে ২ শতাংশ জমিসহ ৭টি সেমি পাকা বাড়ি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের মাঝে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাকক্ষে অনুষ্ঠানিকভাবে ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের মাঝে হস্তান্তর করা হয়।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের মাঝে হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) জনাব আশরাফুজ্জামান ভূঁইয়া।

বিশেষ অতিথি ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ খালেক, মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি মনিরুজ্জামান আতু।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা লাভলী খাতুন, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিরঞ্জন চক্রবর্তী, ধানখোলা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাকসহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

গাংনী উপজেলার উপকারভোগীদের ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের মাঝে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদিসহ (জমির দলিল এবং খতিয়ান) তুলে দেওয়া হয়।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার ‘বাংলাদেশের একজন মানুষও ভূমিহীন গৃহহীন থাকবে না “আশ্রায়ন প্রকল্প” প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাপের আওতায় গাংনী উপজেলায় ১৬০ জন ভূমিহীন-গ্রহহীনদের মাঝে ঘর ও জমি বরাদ্দ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে বৃহস্পতিবার ৭ জনের মাঝে ও এর আগে ১৩২ জনের মাঝেসহ ১১৮ টি বরাদ্দ দেওয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। বাকীগুলো নির্মাণাধীন রয়েছে। সেগুলো শেষ হলে এসব ব্যক্তিদের মাঝে বরাদ্দ

□□□□□ □□□□